

107166 - গণতন্ত্র ও নির্বাচনে হুকুম এবং গণতান্ত্রিকি প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করা

প্রশ্ন

গণতন্ত্রের হুকুম কি? পার্লামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ কথিবা গণতান্ত্রিকি সরকারের অন্যকোন দায়িত্ব গ্রহণ করার হুকুম কি? গণতান্ত্রিকি পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিকে ভোট দয়া ও নির্বাচতি করার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

গণতন্ত্র একটি মানব রচতি মতবাদ। এর মান- জনগণ নিজাই নিজেকে শাসন করা। তাই এটি ইসলাম বরিনোধী মতবাদ। শাসনের অধিকার সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহর অধিকার। কোন মানুষকে আইন প্রণয়ন করার অধিকার দয়া জায়যে নাই; সে মানুষ যাই হোক না কেন।

‘মাওসুআতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহবে আল-মুআসরো’ গ্রন্থে (২/১০৬৬, ১০৬৭) এসছে: “কোন সন্দেহে নাই গণতান্ত্রিকি শাসনব্যবস্থা আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর প্রতিনিতি শিকার কথিবা আইন প্রণয়নের অধিকারের ক্ষেত্রে নব্য শরিকের একটি রূপ। এ পদ্ধতিতে মহামহমি স্রষ্টার কর্তৃত্বকে বাতলি করে দয়া হয়; অথচ আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র অধিকার হচ্ছ- স্রষ্টার; কিন্তু সে অধিকার তাঁর থেকে ছনিয়ে মাখলুককে প্রদান করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নছিক কতগুলো নামের (প্রতমির) ইবাদত করছ, যে নামগুলো তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা রেখেছে; এর পক্ষে কোন প্রমাণ আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি। বখান দেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহর। তিনি নির্দেশে দিয়েছেন শুধুতাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে। এটাই শাশ্বত ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “বখান দেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহর।” [সূরা আনআম, আয়াত: ৫৭] এ বিষয়ে বখিদ আলচনা 98134 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই:

যে ব্যক্তি গণতান্ত্রিকি সরকার পদ্ধতির প্রকৃত অবস্থা জানে, ইসলামে গণতন্ত্রের হুকুম কি সটো জানে, তারপরও এ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পদ্ধতকি স্বেকৃতি দয়ি নজিকে কথিা অন্য কাউকে নরিবাচতি করে সে ব্যক্তি ভয়াবহ শংকার মধ্যে আছে। কারণ ইতপূর্বই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিকি পদ্ধতিসম্পূর্ণরূপে ইসলাম বরিোধী।

তবে যে ব্যক্তি এ পদ্ধতির অধীনে নজিকে কথিা অন্য কাউকে এ জন্য নরিবাচতি করে যাত করে এ আইনসভাতে ঢুকে এর বরিোধতি করা যায়, এ পদ্ধতির বপিক্ষে দললি প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়, সাধ্যানুযায়ী অকল্যাণ ও দুর্নীতিরোধ করা যায় এবং যনে গোট্টা ময়দান দুর্নীতিবাজ ও নাস্তিকিদরে হাতে চলনে না যায়, যারা জমনিতে দুর্নীতি ছড়িয়ে দিয়ে, মানুষরে দ্বীন ও দুনিয়ার সমূহ কল্যাণ নস্যাত করে দিয়ে— তবে এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কল্যাণরে দকি ববিচেনা করে ইজতিহাদ করার তথা ববিকে-ববিচেনা অনুযায়ী সদিধান্ত নয়োর সুযোগ রয়েছে।

বরং কোন কোন আলমে মনে করেন, এ ধরনের নরিবাচনে অংশ গ্রহণ করা ফরজ।

শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীনকে নরিবাচনে অংশ নয়োর হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি জবাবে বলেন: আমি মনে করি এ নরিবাচনগুলোতে অংশ নয়ো ফরজ। আমরা যাকে ভাল মনে করি তাকে সহযোগিতা করা ফরজ। কারণ ভাল লোকরো যদি চলিমেকিরে তাহলে এ স্থানগুলো কে দখল করবে? খারাপ লোকরোই দখল করবে কথিা এমন লোকরো দখল করবে যাদরে কাছে না আছে ভাল; না আছে খারাপ; যারা সুবধিবাদী। তাই আমাদের উচিত যাকে যোগ্য মনে করি তাকে নরিবাচতি করা।

যদি কেউ বলেন: আমরা যাকে নরিবাচতি করলাম আইনসভার অধিকাংশ সদস্য তার বপিক্ষে।

আমরা জবাবে বলব: কোন অসুবিধা নই। এই একজনরে মধ্যে আল্লাহ বরকত দিতে পারনে। তিনি যদি আইনসভার সামনে হক কথা বলতে পারনে তাহলে অবশ্যই এর প্রভাব থাকবে, প্রভাব থাকতই হবে। তবে যে ক্ষেত্রে আমাদের কসুর হয় সটো হচ্ছে— আল্লাহর সাথে বশিবস্ত হওয়া। আমরা শুধু বমৈয়কি বমিয়রে উপর নরিভর করি; আল্লাহর বাণী... এর দকি তাকাই না। সুতরাং আপন যাকে ভাল মনে করেন তাকে নরিবাচতি করুন; এরপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন।[লকিআতুল বাব আল-মাফতুহ থেকে সংক্ষেপেতি ও সমাপ্ত]

ফতোয়া বমিয়ক স্থায়ী কমটির আলমেগণকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছে:

নরিবাচনে কাউকে মনোনয়ন দয়ো ও ভোট দয়ো জায়যে আছে ক? উল্লেখ্য, আমাদের দেশরে শাসনব্যবস্থা আল্লাহর নায়লিকৃত আইনে নয়।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

জবাবে তাঁরা বলেন:

যে সরকার আল্লাহর নাযলিকৃত আইন দিয়ে শাসন করে না, শরিয়্যা আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে না কোন মুসলমানের জন্য সে সরকারে যোগ দেয়ার প্রত্যাশায় নিজেকে মনোনীত করা জায়যে নয়। তাই এ সরকারের সাথে কাজ করার জন্য কোন মুসলমানের নিজেকে কথিবা অন্য কাউকে নির্বাচন করা জায়যে নাই। তবে কোন মুসলমান যদি এ উদ্দেশ্য নিয়ে নির্বাচনে প্রার্থী হয় কথিবা অন্যকে নির্বাচন করে যে, এর মাধ্যমে এ শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে ইসলামী শরিয়্যাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা কায়মে করবে, নির্বাচনে অংশ গ্রহণকে তারা বর্তমান শাসনব্যবস্থার উপর আধিপত্যবিস্তার করার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে সেটা জায়যে। তবে, সে ক্ষেত্রেও যে ব্যক্তি প্রার্থী হবেন তিনি এমন কোন পদ গ্রহণ করতে পারবেন না যা ইসলামী শরিয়্যার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গুদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ কুয়ূদ। [স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র থেকে সংকলিত (২৩/৪০৬, ৪০৭)]

স্থায়ী কমিটিকে আরও জিজ্ঞাসে করা হয় যে,

আপনারা জানেন, আমাদের আলজেরিয়াতে “আইনসভার নির্বাচন” অনুষ্ঠিত হয়। কিছু কিছু দল আছে যারা ইসলামী হুকুমত কায়মের দিকে আহ্বান করে। আর কিছু কিছু দল আছে যারা ইসলামী হুকুমত চায় না। এখন যে ব্যক্তি এমন কাউকে ভোট দিয়ে যে প্রার্থী ইসলামী হুকুম চায় না সে ব্যক্তির হুকুম কি হবে; তবে এ ব্যক্তি নামায আদায় করে?

জবাবে তাঁরা বলেন: যে সব দেশে ইসলামী শরিয়্যাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চালু নাই সেসব দেশের মুসলমানদের উপর ফরজ ইসলামী হুকুমত ফরিয়ে আনার জন্য তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা নিয়োজিত করা এবং যে দল ইসলামী হুকুমত বাস্তবায়ন করবে বলে তারা ধারণা করেন সে দলকে একজোট করে সবাই মিলে সহযোগিতা করা। পক্ষান্তরে, যে দল ইসলামী শরিয়্যা বাস্তবায়ন না করার প্রতি আহ্বান জানায় সে দলকে সহযোগিতা করা নাজায়যে। বরং এ ধরনের সহযোগিতা ব্যক্তিকে কুফরের দিকে ধাবিত করে। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের মাঝে আল্লাহ যা নাযলি করছেন তদনুযায়ী বধিান দনি; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, যাতে করে আল্লাহ আপনার প্রতি যা নাযলি করছেন তারা এর কোন কিছু হতে আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফরিয়ে নেয়, তবে জনে রাখুন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কিছু পাপের শাস্তি দিতে চান। নশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসকে। তারা কি জাহলিয়াতের বধিান কামনা করে? যারা (আল্লাহর প্রতি) একীন রাখে তাদের কাছে আল্লাহর চোখে উত্তম বধিানদাতা কে?” [সূরা মায়দা, আয়াত: ৪৯-৫০] এ কারণে যারা ইসলামী শরিয়্যা অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে না আল্লাহ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তাদেরকে কাফরে হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাদের সাথে সহযোগিতা করা থেকে, তাদেরকে মত্‌রি হিসেবে গ্রহণ করা থেকে সাবধান করেছেন। যদি মুমনিগণ প্রকৃত ঈমানদার হয় তাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশে দিয়েছেন। তিনি বলেন: “হে মুমনিগণ, আহলে কতিবদের মধ্য থেকে যারা তওমাদরে ধর্মকে উপহাস ও খলো মনে করতোদেরকে এবং অন্য কাফরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।” [সূরা মায়দো, আয়াত: ৫৭]

আল্লাহই তাওফিকদাতা, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষতি হোক।

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গুদইয়ান

[স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১/৩৭৩) থেকে সমাপ্ত]